মানব প্রকৃতির অসীম সত্তার দিক (The infinite aspect of Man's Nature):

মানব প্রকৃতির অসীম সত্তার দিকটিকে নানাভাবে কবিগুরু ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর দর্শনে। কখনও বলেছেন এটি মানুষের মধ্যে 'বিশ্বপ্রকৃতি', কখনও বলেছেন মানুষের মধ্যে 'উদ্বৃত্ত' (Surplus), আবার কখনও বলেছেন 'মানুষের মধ্যে দেবত্বশক্তি'। তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, মানব প্রকৃতির এই দিকটিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল, কিন্তু তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বিষয়টিকে বোঝাতে চেয়েছেন। যখনই কোন কিছু 'ভাল' আমরা করতে চাই, এবং তার জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে চাই এবং ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকি, তখনই আমাদের মধ্যে এই 'দেবত্বে'র উপস্থিতিকে টের পাওয়া যায়।

(1) মানব সত্তার অসীমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সে ক্রমাগত নিজের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে চায়। কোন কিছুই তার উদ্যমকে দমিয়ে রাখতে পারে না পরিণামে। এমন কোন কাজ নেই যা সম্পূর্ণ অসম্ভব মানুষের কাছে। সে বারে বারে চেষ্টা করে, বিফলও হয়, কিন্তু তার বিফলতাও তার কার্যক্রমকে পুনরায় সচেষ্ট করে তোলে। এই 'অতিরিক্ত' জীবনীশক্তিই প্রকৃতপক্ষে মানুষের উদ্যম। এটাই তার মধ্যে এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করে যা তার লক্ষ্যকে উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে—এটাই মানুষকে আপন সাধারণ সত্তার উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করে।

(2) আবার, এই অসীম প্রকৃতির জন্যই মানুষ 'মুক্তি' অথবা অমরতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। অন্য কোন জীবের মধ্যে অমরতার জন্য এই আকুলতা নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে কোনভাবে এই অনুভূতির জন্ম হয়েছে। যদিও তার অভিজ্ঞতা আছে মৃত্যুর, তবু সে অনুভব করে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। তাই তার জীবনের নানাদিকের ভিত্তি এই বোধ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার উত্তরও নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলছেন, মানুষের মধ্যে কোন চেতনা তাকে অমরতা লাভের জন্য চালিত করে যদিও সে জানে মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, এটা তার দেহ নয় অথবা মানসিক সংগঠনও নয়। এটা হল এক গভীর একত্ব, তার দেহের এই চরম রহস্যই তাকে পরিচালিত করে। এই অসীমতার চেতনাই তাকে অমরতার দিকে ধাবিত করে এবং সমগ্র জগৎকে নিজের বলে মনে করতে সাহায্য করে।

(3) আবার, মানুষের মধ্যে এই দিকটির উপস্থিতির জন্যই যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। দেহ সর্বস্ব মানুষ কখনও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যে পুলকিত হয়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষ

Scanned by CamScanner

অনুভব করে, যদিও প্রকৃতি সম্পর্কে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয় যে, প্রকৃতি মানুষের বিরুদ্ধেই ক্রিয়াশীল, কিন্তু পরিণামে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কারণ প্রকৃতিকে সে ভালবাসে তার অসীমতার জন্যই।

(4) কবির মতে, মানব প্রকৃতিতে এই দিকটি মূলতঃ সৃষ্টিশীল দিক। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা - যা তাকে নানাভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। 'সৃষ্টিক্ষমতা' বলতে কবি কোন কিছু নতুন গঠন করাকে বোঝান নি। এটা হল অভিনব ধারণা, নতুন এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই অর্থে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক শিল্পী লুকিয়ে আছে।

(5) মানুষের এই অসীম প্রকৃতিই তার ব্যক্তিত্বে এনে দিয়েছে গতিশীলতা এবং সদা-বিকশিত হওয়ার প্রবণতা। তবে এই বিকাশ যান্ত্রিক নয়। অথবা পুনঃ সৃষ্টির পদ্ধতি নয়। এই প্রবণতা আসে তার সৃষ্টিশীল চরিত্র থেকে। মানুষের বিকাশের প্রত্যেক স্তরে পূর্বাবস্থাকে সে যেমন বহন করে, তেমনি সৃষ্টি করে এবং যুক্ত করে কিছু তাজা ও নতুন বিষয়। মানুষ যদি শুধু একটা 'দেহ' হতো, তবে তার বিকাশ বলতে বোঝাতো দেহের বিকাশ। কিন্তু মানুষের 'ব্যক্তিত্বের' বিকাশ হলো অন্তরের বিকাশ, যার সাক্ষ্য মেলে মানুষের অসীম প্রকৃতির সদা সক্রিয়তার মধ্যে।

(6) মানুষের অসীম প্রকৃতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'স্বাধীনতা'। মানুষ কিছু পরিমাণে 'স্বাধীনতা' উপভোগ করে অন্যান্য প্রাণীর থেকে তার দেহের গঠনের মধ্যেও। কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' 'খাঁচার মধ্যের স্বাধীনতা' রবীন্দ্রনাথের মতে। 'দৈহিক মানুষ' মূলতঃ সীমাবদ্ধ তার দেহের সীমাবদ্ধতার দ্বারাই। কিন্তু যে 'স্বাধীনতা' তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অসীম প্রকৃতিকে প্রকাশ করে সেটি হল 'আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা'। এই স্বাধীনতাই তার দেহের সীমাবদ্ধতাকে ভঙ্গ করে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট একত্বের উপলব্ধি এনেছে তার মধ্যে। 'যথার্থ স্বাধীনতা', রবীন্দ্রনাথের মতে, ক্ষুদ্র একক ব্যক্তির মধ্যে সামান্যের উপলব্ধি।

কিন্তু সবথেকে মৌলিক এবং সম্ভবতঃ সবথেকে জরুরী হল মানুষের অসীম প্রকৃতির যে দিকটি, তাকে বলা যায় 'আনন্দের উপলব্ধি'। এই আনন্দের উপলব্ধি সুপ্ত থাকে আমাদের আত্মার মধ্যে, এই উপলব্ধিই আমাদের নিয়ে যায় দেহের উর্দ্ধে। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' (পৃ.১৭) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলছেন :

'দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে। নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে। ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়। আপনাকেই বড়ো করে সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহেতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।'

মানব প্রকৃতির এই দিকটিকে তিনি 'জীবন-দেবতা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এটি জীবনের দেবতা এই জন্যই যে অস্তিত্বের আনন্দময় অনুভূতি দেয়। মানুষ প্রতিমুহূর্তে নিজের সীমাবদ্ধতাকে যে অতিক্রমের চেষ্টা করে, তার সম্ভাবনা ও উপলব্ধি রয়েছে এই আনন্দের মধ্যে। মানুষের মধ্যে এই 'দেবত্বের' উপস্থিতিই তাকে ঈশ্বর-সদৃশ করে তোলে।

Scanned by CamScanner